# ওডেস্কের সেরা বাংলাদেশী ফ্রিল্যান্সার সাঈদ ইসলাম

অনেক নতুন পাঠক ই-মেইল পাঠিয়েছেন এরা কিভাবে শুরু করতে পারেন, সে বিষয়ে কিছু গাইডলাইনের জন্য। এ সংখ্যায় 'ঘরে বসে আয়' বিভাগের পাঠকদের জন্য দেশের অন্যতম সেরা ফ্রিল্যান্সার সাঈদ ইসলাম তার অভিজ্ঞতার মূল্যবান কিছু টিপ প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে জানিয়েছেন।

ইন্টারনেটে আউটসোর্সিং কাজ পাওয়ার জনপ্রিয় মার্কেটপ্লেস ওডেস্ক (www.odesk.com) প্রকাশিত বিভিন্ন কাজে দক্ষ ব্যক্তিদের তালিকায় শীর্ষে আছেন বাংলাদেশী মুক্ত পেশাজীবীরা (ফ্রিল্যান্সার)। কিছুদিন আগে ওডেস্ক প্রকাশিত বিষয়ভিত্তিক সেরা দক্ষ ফ্রিল্যান্সারদের তালিকা থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রকাশিত এ সেরা দক্ষ ও অভিজ্ঞ বিষয়ভিত্তিক ফ্রিল্যান্সারদের তালিকায় গ্লোবালাইজেশন বিভাগের তিনটিতে শীর্ষে আছেন বাংলাদেশী ফ্রিল্যান্সার সাঈদ ইসলাম। এর মধ্যে নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের লিনাক্স এবং অ্যাসটারিক্স ও সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট বিভাগের ভিওআইপিতে শীর্ষে আছেন তিনি। তিনটি বিভাগে শীর্ষে থাকার পাশাপাশি এন্টুবিলিংয়ে ও ফ্রিপিবিএক্সে দ্বিতীয়, ফ্রিস্কবল্ক ও জিমব্রাতে পঞ্চম স্থানে আছেন তিনি। সাঈদ ইসলামের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **মৃণাল কান্তি রায় দীপ**।

উল্লেখ্য, ওডেস্কে ৩ হাজার ৪০০ ঘণ্টার বেশি কাজ করা সাঈদ ইসলাম ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওডেস্ক থেকে কাজ নেয়া শুরু করেন। ২০১১ সালের এপ্রিল মাসেই তিনি ওডেস্কের স্পটলাইট কন্ট্রাক্টর তালিকায় জায়গা করে নেন। ওডেস্কে তার এজেন্সি 'বিগমাসটেক' বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি উপার্জনকারী এজেন্সি।

বিশ্বখ্যাত সার্চ ইঞ্জিন গুগল থেকে সিনিয়র সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার পদে চাকরির সুযোগ পান সাঈদ ইসলাম, কিন্তু দেশের প্রতি ভালোবাসা ও দেশে নতুনদের শেখানোর জন্য গুগলের প্রস্তাব করা চাকরি ফিরিয়ে দেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'এ সুযোগ পাওয়ার পর দেশের পাশাপাশি ভারতে কাজ করার সুযোগ চেয়ে জানতে পারি, সেখানে গুগলের এ অফিস কার্যক্রম নেই। তাই আমার আর এ পদে যোগ দেওয়া হয়নি।'

** ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং শুরু করতে কি কি প্রস্তুতি দরকার?*

একটু মজা করে শুরু করি। ফ্রিল্যান্সিং শুরু করতে তেমন কোনো প্রস্তুতির দরকার হয় না, পথেঘাটে বিজ্ঞাপন দিলেই হয়। যেমন–ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার, ফ্রিল্যান্স পিএইচপি প্রোগ্রামার, ফ্রিল্যান্স কাঠমিস্ত্রি, ফ্রিল্যান্স ক্লিনার ইত্যাদি। তবে আউটসোর্সিংয়ের (ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং এক জিনিস নয়) কাজ শুরু করতে হলে কয়েকটা ব্যাপার মনেপ্রাণে গেঁথে নিতে হবে, যেগুলো হলো :

- এটি শুনতে যতটা সহজ মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তা নয়।
- আউটসোর্সিংয়ের কাজ করতে কোনো ধরনের অর্থের প্রয়োজন হয় না, শুধু মেধাই পুঁজি।
- পূর্ণ ধারণা এবং আউটসোর্সিংয়ের উপযোগী এমন অন্তত একটি কাজের দক্ষতা থাকতে হবে।
- আউটসোর্সিং আর আইটি একই জিনিস নয়, অর্থাৎ আইটি অভিজ্ঞতা না থাকলে যে এ কাজ করা যাবে না, সেটা ভুল।
- আউটসোর্সিং ব্যাপারটি কী এর ওপর পর্যাপ্ত রিসার্চ করতে হবে।
- শুরুতে এ ক্ষেত্র থেকে কত আয় করা যাবে, তা নিয়ে চিন্তিত না হয়ে মানসম্পন্ন দক্ষতার দিকে মনোযোগী হতে হবে।
- অর্থ উপার্জন যে একটি সহজ কাজ নয় সেটি মনে রাখতে হবে।
- ইংরেজিতে দখল থাকতে হবে।

** কোনো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে কি না?*

সঠিকভাবে রিসার্চ করলে কোনো ধরনের ট্রেইনিংয়ের প্রয়োজন নেই, তবে গাইডলাইনের প্রয়োজন হতে পারে তাদের জন্য যাদের আউটসোর্সিংয়ের উপযোগী কাজে দক্ষতা আছে কিন্তু রিসার্চে সফল হননি।

** প্রশিক্ষণ ছাড়া অনলাইনে শেখা যায় কোন কাজগুলো?*

'শেখা' ব্যাপারটি সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি ব্যাপার। আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ইন্টারনেটের সাহায্য নিয়ে সব কাজই শেখা সম্ভব, তবে সে ক্ষেত্রে ওই বিষয়ের ওপর সঠিক ধারণা থাকতে হবে। যেমন– সঠিক বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে ব্যাকরণ জানা প্রয়োজন। ধারণায় ঘাটতি থাকলে অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিখতে অসফল হলে প্রশিক্ষণের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

** দক্ষতা বাড়ানোর উপায়?*

আত্মবিশ্বাস, কৌতূহল, আগ্রহ ও চেষ্টা।

** কমপক্ষে কতটুকু স্কিলড হলে ফ্রিল্যান্সিং শুরু করতে পারে একজন?*

ন্যূনতম মধ্যমমানের দক্ষতা প্রয়োজন।

** ইদানীং ভুয়া ট্রেনিং সেন্টারের কার্যক্রম লক্ষ করা যাচ্ছে। এদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়ার পরিকল্পনা আছে কি?*

ভুয়া ট্রেনিং সেন্টার না বলে বলব 'ট্রেইনিং সেন্টার নামের প্রতারণামূলক বাণিজ্য'। কমপিউটার জগৎ ঘরে বসে আয় শীর্ষক ধারাবাহিক লেখায় ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে সচেতন করে আসছে। তবে সরকার উপযুক্ত নীতিমালার মাধ্যমে পদক্ষেপ নিলে বেশি কার্যকর হবে।

** অনেকেই বলেন অনলাইন থেকে শিখতে। কিন্তু প্রোগ্রামিং, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এসব জটিল কাজ আসলেই কি অনলাইন থেকে শিখতে পারা যায়?*

বিষয়টির ওপর প্রাথমিক এবং সঠিক ধারণা থাকলে শেখা সম্ভব, তবে এক্ষেত্রে ব্যক্তিকে অবশ্যই স্মার্ট হতে হবে।

** কোন কোন কাজের বর্তমানে চাহিদা বেশি?*

প্রথমত আমি বলব ডাটা এন্ট্রি, যা অনেকেই একে এসইও বলে থাকে। এর চাহিদা অনেক বেশি। এরপর মূল এসইওর কাজ ও ওয়েব ডেভেলপমেন্ট। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে ইউনিক কিছু কাজ জানা থাকলে ভালো। যেমন– অ্যানিমেশন, থ্রিডি গ্রাফিক্স, ক্লাউড কমপিউটিং, জনপ্রিয় ওপেনসোর্স প্রযুক্তি ইত্যাদি।

** ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংয়ে ইংরেজির গুরুত্ব?*

মূলত ক্লায়েন্টের সাথে যোগাযোগের জন্য ইংরেজি জানা প্রয়োজন। কারণ, এটি কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। তবে লক্ষ রাখতে হবে যেসব কাজের সাথে ইংরেজির সম্পৃক্ততা আছে সেক্ষেত্রে ইংরেজি জানা খুবই প্রয়োজন। যেমন– আর্টিকেল রাইটিং অথবা কমেনটিং। এছাড়া ক্লায়েন্টের সাথে কিভাবে যোগাযোগ অথবা কথা বলতে হবে, সে ব্যাপারে অবশ্যই সঠিক ধারণা থাকতে হবে।

** অনেকেই কাজ জানেন, কিন্তু মার্কেটপ্লেসগুলোতে কাজ পান না। শেষে অধৈর্য হয়ে এগুলো থেকে সরে দাঁড়ান। একজন স্কিলড মানুষ কিভাবে তার মেধা কাজে লাগিয়ে কাজ পেতে পারেন?*

আগের মতো বলা যায় : আত্মবিশ্বাস, আগ্রহ এবং চেষ্টা।

** অনেকেরই প্রথম কাজ পেতে অনেক সময় লাগে। আপনি নিজে কিভাবে প্রথম কাজ পেয়েছিলেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলুন?*

শুরুতে কাজ পেতে সময় লাগে কথাটির সাথে আমি একমত নই। সঠিকভাবে আবেদন পদ্ধতি অনুসরণ করলে কাজ পেতে দেরি হওয়ার কথা নয়। আমি প্রথমে আউটসোর্সিং ব্যাপারটি কিভাবে কাজ করে সেটি সম্পর্কে সঠিক ধারণা নিই। মার্কেটপ্লেসে সুন্দর একটি প্রোফাইল তৈরি করি, সাথে কিছু পরীক্ষা দিই, যা আমার দক্ষতার সাথে সম্পৃক্ত। তারপর নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী পোস্টের তালিকার সাথে মিলিয়ে কাজ খুঁজতে থাকি। শুধু পছন্দমতো কাজের পোস্ট পড়ি এবং

(বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়)

মতপ্রকাশ ও সিদ্ধান্ত নেয়ায় সহায়ক তথ্য সন্ধান, পাওয়া ও বিনিময় যেকোনো মানুষের মৌলিক অধিকার। নাগরিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর গুরুত্ব অপরিসীম। এক্ষেত্রে অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন তথা এটুআই প্রধান ভূমিকা পালন করছে। এটুআই হচ্ছে একটি মাল্টি স্টেকহোল্ডার মডেল এর মাধ্যমে সরকার, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পর্যায়ে তথ্যে প্রবেশ নিশ্চিত হচ্ছে।

পর্যায়ের যেকোনো তথ্য সহজেই পেতে পারছে। আরটিআইর রিকোয়েস্টগুলো পুনর্বিন্যাসের উদ্দেশ্যে রাজ্যভিত্তিক কলসেন্টার স্থাপন ও সম্মিলিত ওয়েবপোর্টাল গঠন করা হয়েছে। টেলিফোন ও অনলাইনে আবেদনপত্র জমা, অনুসন্ধান ও অভিযোগ দায়েরের মধ্য দিয়ে এর সফল বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পাই। সময়ের অপচয় ও বিড়ম্বনার হাত থেকে জনসাধারণ এখন অনেকখানি মুক্ত। তবে এই সেবা নেয়ার জন্য জনসাধারণকে প্রযুক্তির ব্যবহারে অভিজ্ঞ